দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 16 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ...

# জবি ছাত্র সংসদের নির্বাচন হচ্ছে না ১৯ বছর ধরে

## ২৫ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে ঠিকই

ওমর ফারুক ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রতিবছর নির্বাচনের কথা থাকলেও প্রায় ১৯বছর যাবৎ এখানে ছাত্রসংসদ নির্বাচন হচ্ছে না।

ছাত্রসংগঠনগুলোর কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের ধারণা ছাত্র সংগঠনগুলোর লেজুড় বৃত্তির কারণেই নির্বাচন হচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমান ছাত্র নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র না হওয়ায় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তাদের তেমন আগ্রহ নেই। ওই প্রতিষ্ঠানেরই সাবেক ভিপি বর্তমান ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজি উদ্দিন রাজু। ১৯৬৫-৬৬ সালে তিনি ভিপি'র দায়িত্ব পালন করেছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৬ সালে। আলমগীর সিকদার লোটন ও জাহাঙ্গীর সিকদার জোটন দুই ভাই ভিপি ও জি. এস নির্বাচিত হন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিগত ১৯ বছর যাবৎ ছাত্রসংসদ নির্বাচন ও কোন রকমের কার্যক্রম না থাকলেও ২৫ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ছাত্রসংসদ বাবদ গ্রহণ করছে মোটা অংকের চাঁদা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পূর্বে প্রতিবছর সাড়ে ৬ হাজার এবং মাষ্টার্সে ৫ থেকে সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হত। ভর্তির সময় প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে অনার্সের জন্য ১৫ টাকা ও মাষ্টার্সের জন্য ১০০ টাকা করে চাঁদাও নেয়া হয়েছে। হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবছর শুধুমাত্র ছাত্র সংসদের নামেই প্রায় ২লাখ টাকা আয় করে প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই খাতে বছরে ২টাকাও ব্যয় করছে না কর্তৃপক্ষ। তবে বর্তমানে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কোটা কমানো হলেও টাকার অংক বেড়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন আমাদের টাকা নিয়ে কর্তৃপক্ষ একটি টাকাও খরচ করছে না। এ টাকা তারা কোন খাতে ব্যয় করছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে ছাত্র সংসদের নামে গ্রহণকৃত টাকা কারো ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় হচ্ছে না, সকল টাকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজে ব্যয় হচ্ছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের তৎকালীন ছাত্র নেতাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, এখন যেভাবে প্রায়ই অরাজকতা, দাঙ্গা, এমনকি ক্যাম্পাসে খুনের মত ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটছে অহরহ। কিন্তু তখন ক্যাম্পাসে কোন রকম অঘটন ঘটেনি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সহ আশেপাশের এলাকায় কেউ একটা পটকা ফোটাতেও সাহস পায় নি। একদিনের জন্যও ক্যাম্পাসের ক্লাস বন্ধ হয়নি। ক্যাম্পাসে বিজ্ঞান ও ফ্রেন্ডস ক্লাব গঠন, সাংস্কৃতিক উৎসব, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নববর্ষ উৎযাপন, নজরুল ও রবীন্দ্র জয়ন্তীসহ ছাত্রদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতো। ছাত্রসংসদ সামাজিক কাজেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ৮৮ সালের বন্যায় ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ৫টি ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং ঐ ত্রাণকেন্দ্রের থাকা খাওয়াসহ যাবতীয় কাজে তারা সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করতো। ছাত্রসংসদ তাদের এসব প্রশংসনীয় কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি এ বি এম পারভেজ রেজা ইনকিলাবকে বলেন, ছাত্রসংসদ চালু থাকা দরকার। কারণ, এর মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রদের কল্যাণে কাজ করা যায়, যা সরাসরি কোন দলের ব্যানারে করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণ ছাত্রদের মাঝে ছাত্রনেতাদের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। তাই নির্বাচন পরবর্তীতে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের কাজ শুরু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন ইনকিলাবকে বলেন, আমরা ছাত্রসংসদ চালু বা নির্বাচন করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বার বার অনুরোধ করেছি। কিন্তু প্রশাসনিক বিভিন্ন জটিলতার কারণে নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে অধিকাংশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত হলো জগন্নাথে ছাত্রসংসদ নির্বাচন দেয়ার মত কোন পরিবেশ নেই। এই মুহূর্তে নির্বাচন দিলে ক্যাম্পাসে বড়ধরনের সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে, ফলে দীর্ঘদিনের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাবে ছাত্ররা সেশনজটে পড়বে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই এখন নির্বাচন দিলে এসবকিছু ভেস্তে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সার্বিক ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এ মুহূর্তে নির্বাচন না হওয়াটাই উত্তম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ ইনকিলাবকে বলেন, এক সময় ছাত্র সংসদ নির্বাচন করবে বলে জবি কর্তৃপক্ষ বলেছে আর আমারও ইচ্ছা ছিল সেই সাথে আয়োজন করার.। কিন্তু সেই উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। তবে পরিবেশ অনুকূলে হলে নির্বাচন করা সম্ভব।